



ওয়ারনে বাফটে এর কোম্পানি বার্কশায়ার হ্যাথওয়ায়ে বিনিয়োগকারীদের ডিভিডেন্ড দিয়ে না!

লেখক: মসেবাহ উদ্দিনি খান মঠি | প্রকাশিত: 26 July 2026, 01:29 PM | বিভাগ: উদ্যোক্তা উন্নয়ন



শ্যোরবাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ওয়ারনে বাফটে এবং তাঁর কোম্পানি বার্কশায়ার হ্যাথওয়ায়ে একটি কথিবদন্তি নাম। বাফটে নজিরে কোকা-কোলা বা অ্যাপলের মতো অন্যান্য কোম্পানি থেকে প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার ডিভিডেন্ড (লভ্যাংশ) নতিলে ভালোবাসনে, কিন্তু নজিরে কোম্পানি বার্কশায়ার হ্যাথওয়ায়ে পক্ষ থেকে বিনিয়োগকারীদের কোনো ডিভিডেন্ড দনে না।

১৯৬৭ সালে মাত্র একবারের জন্ম তারা প্রতিশ্যোর ১০ সেন্ট ডিভিডেন্ড দিয়েছিল, যা বাফটের মতে একটি ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। এই দীর্ঘ ইতিহাস এবং ডিভিডেন্ড না দেওয়ার পছন্দে বাফটের খুব সুনর্দিষ্ট এবং যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক দর্শন রয়েছে।

মূলধন পুনর্বিনিয়োগ ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফা

বাফটেরে মূল দর্শন হলো, “আমি যদি কোম্পানির ১ ডলার নিজের কাছে রেখে সটোক ১ ডলারের চেয়ে বেশি মূল্যে রূপান্তর করতে পারি, তবে সটো বিনিয়োগকারীদের ফরিয়ি দেওয়ার কোনো মানো হয় না”। বারকশায়ার হ্যাথওয়ায়ে তাদের উপার্জতি সমস্ত মুনাফা নিজদের কাছে রেখে দিয়ে (রটিইনড আর্নংস) এবং সেই টাকা দিয়ে অন্য কোনো লাভজনক কোম্পানি কিনে নেয় অথবা নতুন ভালো স্টকে বিনিয়োগ করে। বাফটে ও তাঁর দল দশকরে পর দশক ধরে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকে বেশি হারে এই টাকার ওপর রটার্ন বা মুনাফা তৈরি করে আসছেন। ফলে টাকাটা ডিভিডেন্ড হিসেবে না পেয়ে কোম্পানির ভতরে থাকায় তা চক্রবৃদ্ধি হারে বহুগুণ বড় তহবলিে পরণিত হয়ছে।

কর সশ্রয়

ডিভিডেন্ড দেওয়া হলে বিনিয়োগকারীদের সেই আয়রে ওপর সরাসরি ট্যাক্স বা কর দতিে হয়। কনিতু কোম্পানি যদি ডিভিডেন্ড না দিয়ে সেই টাকা ব্যবসার বৃদ্ধতিে খাটায়, তবে শয়োররে দাম বৃদ্ধি পায় (ক্যাপটাল গেইন)। শয়োর বক্রি না করা পর্যন্ত বিনিয়োগকারীকে কোনো ট্যাক্স দতিে হয় না। বাফটেরে মতে, ডিভিডেন্ড দিয়ে সরকাররে কাছে ট্যাক্স দেওয়ার চেয়ে সেই টাকা কোম্পানির ভতরে রেখে ট্যাক্স-ফ্রি উপায়ে বৃদ্ধি করা বিনিয়োগকারীদের জন্যই বেশি লাভজনক।

বাফটেরে “সলে-অফ” তত্ব

বিনিয়োগকারীদের যাঁদের নিয়মতি ক্যাশ বা খরচরে টাকার প্রয়োজন, তাঁদের জন্য বাফটেরে পরামর্শ হলো ডিভিডেন্ডরে আশায় না থকে প্রতী বছর নিজরে পোর্টফোলিও থকে সামান্য কিছু শয়োর (ধরা যাক ১% বা ২%) বক্রি করে দেওয়া। যহেতু কোম্পানিটি ডিভিডেন্ড না দিয়ে পুরো টাকাটাই রি-ইনভেস্টে করছে, তাই শয়োররে অভ্যন্তরীণ মূল্য অনেকে দ্রুত গততিে বাড়ছে। ফলে সামান্য কিছু শয়োর বক্রি করার পরও বছর শেষে বিনিয়োগকারীর মোট সম্পদরে মূল্য ডিভিডেন্ড দেওয়া কোম্পানির চেয়ে বেশি থাকে এবং ট্যাক্সও কম লাগে।

শয়োর পুনঃক্রয়

নগদ টাকা সরাসরি শয়োরহোল্ডারদের হাতে তুলে দেওয়ার চেয়ে বাফটে “শয়োর বাইব্যাক” বা নিজদের শয়োর বাজার থকে নিজদের টাকা দিয়ে কনিে নেওয়া বেশি পছন্দ করেন। যখন বারকশায়ার তার নিজরে শয়োর বাজার থকে কনিে নেয়, তখন বাজারে কোম্পানির মোট শয়োররে সংখ্যা কমে যায়। এর ফলে কোনো টাকা খরচ না করইে বাকি থাকা শয়োরহোল্ডারদের কোম্পানির ওপর মালকিনার অংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বড়ে যায়।

শয়োরহোল্ডারদের রায়

বাফটেরে এই নীতিযে শুধু তাঁর একার চাপিয়ে দেওয়া, তা কনিতু নয়। ২০১৪ সালে বারকশায়াররে সাধারণ সভায় বনিয়োগকারীদরে জিজ্ঞাসে করা হয়ছেলি তাঁরা ডভিডিনেড চান কনি। তখন ৯৮% শয়োরহোল্ডার ডভিডিনেড না দেওয়ার পক্শে ভোট দয়িছেলিনে। কারণ তাঁরা জাননে, টাকাটা তাঁদরে নজিদেদে পকটে রাখার চয়ে ওয়ারনে বাফটেরে হাতে ছড়ে দেওয়া অনকে বশে নিরিাপদ এবং লাভজনক।

বাফটেরে উত্তরসূরি এবং বর্তমান সহিও গ্রগে অ্যাবলেও একই নীতি বজায় রখেছনে এবং স্পষ্ট জানয়িছনে, যতক্শণ পর্যন্ত তাঁরা ১ ডলার দয়ি শয়োরহোল্ডারদরে জন্য তার চয়ে বশে মার্কটে ভ্যালু তরৈকিরতে পারবনে, ততক্শণ বারকশায়ার কোনো ডভিডিনেড দবে না।

মন্তব্য

আমাদরে বাজারেও অনকে কোম্পানি আছে যারা ভালো আয় করেও বনিয়োগকারীদরে ভালো ক্যাশ ডভিডিনেড দয়ে না। তারা ব্যবসায় টাকা পুনঃবনিয়োগ করে। কনিতু অধিকাংশ কোম্পানি এই পুনঃবনিয়োগ থকে যথেষ্ট মুনাফা জনোরটে করতে পারে না। উলটো কোম্পানির সম্পদ ধ্বংস করে। গুটি কয়কে কোম্পানি আছে যারা বনিয়োগকারীদরে ডভিডিনেড কম দয়ি বাকি টাকা ব্যবসায় পুনঃবনিয়োগ করে সম্পদ তরৈকিরছে। সেই সম্পদ কোম্পানির জন্য পররে বছর আরও বশে আয় করছে। এমন আরন্থি কম্পাউন্ডাররে খোজ পলে সাহস করে সখোনে বনিয়োগ করুন। কে জানে ওই কোম্পানি হয়তো এক সময় আপনার জন্য বাংলার মনি বারকশায়ার হাথওয়ই হয়ে উঠতে পারে!!

বনিয়োগকারীদরে আয়রে পুরোটা না দয়ি পুনঃবনিয়োগ করই স্কয়ার, রনোটা, অলম্পিকি, ব্রাক ব্যাংক, আজকে এত বড় হয়ছে। পুনঃবনিয়োগ করেও যথেষ্ট মুনাফা জনোরটে করতে না পারায় সিংগার, কনফডিনেস স্মিনেট, এসআই বনিয়োগকারীদরে হতাশা বাড়াচ্ছে। আবার পুনঃবনিয়োগ করা টাকা ধ্বংস করে ন্যাশনাল ব্যাংক, এবি ব্যাংক, এক্টিভি ফাইন, এফসি ইলেখ বনিয়োগকারীদরে পথে বসয়িছে।